২। শাস্ত্র গ্রন্থ অগণিত, এ জাতির কথা নাই লিখিত,
ভাবটা বুঝি পক্ষপাত, বুঝা যায় প্রকারে ।
এই নির্জ্জীব জাতির পরাণ দিতে কেউত হ'ল না রে,
কাঙ্গালের করুণ ক্রন্দনে সেজন কাছে এসে দাঁড়াল রে ।।

৩। দেখে দুঃখ দৈন্য ভারি, সে ক্ষীরোদের শ্রীহরি,
উদয় উড়িয়া নগরী যশোবন্তের ঘরে ।
পতিত-বন্ধু পতিত-মাঝে এল পতিত তরে,
পাপ-তাপ দূরে গেল আনন্দে জয় গাও রে ।।

৪। তোরা কেউ ভাবিস্ নাকি, নরদেহে কমল আঁখি,
হবে না কি যেন কি এ জাতির মাঝারে ।
মৎস্য, কচ্ছপ, শুকররূপ যদি হতে পারে,
তা'হতে কি হীন হইল নরদেহ ধারন করে ।।

৫। কিসের শিক্ষা-দীক্ষা-বিদ্যা দূর হল নারে অবিদ্যা,
মিছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পর্দ্ধা ভুলিয়ে তাহারে ।
প্রাণ জুড়ান মন ভুলান মানুষ এসেছে রে,
তোমরা কার কথা কও, কার গুণ গাও,
সে তোমাদের কি করেছে রে ।।

৬। কু-কর্মেতে নীচু হয় প্রাণ, মানীর ছেলে হারাস্‌নে মান,
তোরা যে ঠাকুরের সন্তান, ভেবে দেখ অন্তরে;
সিংহের বাচ্চা হ'য়ে কেন ফেরু হ'য়ে যাওরে,
আত্মসম্মান না থাকিলে কেউ কি কখন আদর করে ।।

৭। গুরুচাঁদের মধুর বচন, পিতা আমার পতিত পাবন,
এক মহাজাতি করতে গঠন এলেন ধরা' পরে ।